"His Master's Voice"

SEPTEMBER
1933
BENGALI SUPP.

৺শারদীয়া পূজা উপলক্ষে নূতন বাংলা রেকর্ড

PASSED

Deba Prasad Das

সেপ্টেম্বর
১৯৩৩

"হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস"

"হিজ মাষ্টারস ভয়েস" সরঞ্জাম

রেকর্ড পরিষ্কারক প্যাড —

রেকর্ডের জীবনীশক্তি উৎকৃষ্ট পিন ব্যবহারের উপর যেমন অনেকখানি নির্ভর করে, সেইরূপ বাজাইবার পূর্ব্বে ও পরে রেকর্ডখানি পরিষ্কার করাও প্রয়োজন। প্রত্যেক অনুগ্রাহককে আমরা মখমলের **কুকুর** মার্কা রেকর্ড পরিষ্কারক প্যাড্ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। মূল্য ১॥০ টাকা।

মোটর গ্রীস্ ও লুব্রিকেটীং তেল — সকল প্রকার মেশিনকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে হইলে তেল ও গ্রীস ব্যবহার করা দরকার। গ্রামোফোন সম্বন্ধেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করা উচিত নয়। সর্ব্বদা **কুকুর** মার্কা গ্রীস ও তেল ব্যবহার করিলে মেশিন বহুকাল ব্যবহারোপযোগী থাকে।

কিনিবার সময় **কুকুর** মার্কা দেখিয়া লইবেন।

রেকর্ড রাখিবার "এ্যালবাম" —

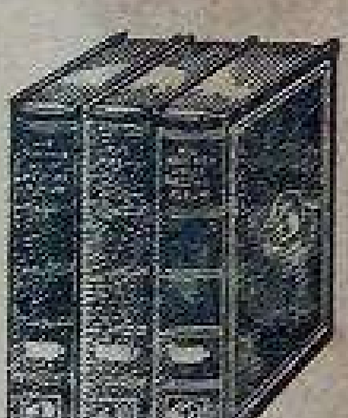

রেকর্ড রাখিবার জন্য বাজারে নানাপ্রকারের এ্যালবাম পাওয়া যায়, কিন্তু "হিজ মাষ্টারস ভয়েস" এ্যালবামের তুলনায় সে সকল অত্যন্ত নিকৃষ্ট। আপনি এ্যালবাম কিনিবার সময় **কুকুর** মার্কা দেখিয়া লইবেন। মূল্য ১০ ইঞ্চি "এ" কোয়ালিটী ৭৲ টাকা, "বি" কোয়ালিটী ৪॥০ টাকা।

"His Master's Voice"

Deba Prasad's collection

নূতন রেকর্ড

বাংলা রেকর্ডের মূল্য

১২" গ্রাম লেবেল অর্থাৎ এচ্‌টি (HT) রেকর্ড প্রত্যেকটি ৬৲ টাকা।
১০" ব্ল্যাক অথবা রেডলেবেল অর্থাৎ পি (P) রেকর্ড প্রত্যেকটি ৩।০ টাকা।
১০" গ্রীণ অথবা প্লামলেবেল অর্থাৎ এন (N) রেকর্ড প্রত্যেকটি ২৷০ টাকা।
৮" অরেঞ্জলেবেল অর্থাৎ জিটি (GT) রেকর্ড প্রত্যেকটি ১।০ টাকা।

Miss Angurbala. মিস্ আঙ্গুরবালা।

P 11773 { আমারই আঙ্গিনা দিয়া
এস মন-মন্দিরে মোর — ভজন।

মিস্ আঙ্গুরবালার দরদী সুরেলা কণ্ঠ, সুকবি ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা, কৃতী যন্ত্রী রঞ্জিত বাবুর নেতৃত্বাধীনে ঐক্যতান বাদন একদিকে ও অপরদিকে বাণী বাবুর স্বরদ ও তরুণ বাঁশুরিয়া গোপাল বাবুর বাঁশী সহযোগে ভজন গান। সমস্ত সুন্দরের একত্র সমাবেশ।

১। আমারি আঙ্গিনা দিয়া সই সে প্রতিদিন যায়।
আমি তার বিরহ কেমনে সই বুঝি সই তাই সে দেখে যায়॥
তোরা বলিস তারে তোমার রাধা আর সে রাধা নাই
আজ সে ব্যথা সইতে পারে
তার যায়নি ত' প্রাণ তুমি পাষাণ ক'রে রাখলে যারে॥
তার পাষাণ মাঝেই আছে যে প্রাণ

তোমার এই বিরহ সইবে ব'লে
তার পাষাণ মাঝেই আছে প্রাণ ॥
যমুনা বহিছে তার নয়নের জলে গো
ময়ূরী নাচিছে হিয়া তমালের তলে গো
আঁখি ঝরা মণিহার দোলে তারি অঙ্গে
করে রাসলীলা রাধা বিরহের সঙ্গে ॥
আজ মিলেছে রাধার নবীন নাগর মিলেছে প্রাণের কালা ।
সে যে পলকের তরে নাহি যায় দূরে দেয় না বিরহ জ্বালা ॥
তোরা বলিস কালায় সে কালা তার তোমার মত নয় ।
বাধা দিতে তারে এ বঁধু তাহার আরও যে বেদনা পায় ॥

২। এস মন মন্দিরে মোর সুন্দর হে বন্ধু মম ।
ফাগুন বাতাসে ফুলের সুবাসে
এস হে চির প্রিয়তম ॥
এস দুদিনে মেঘ অঞ্চল ঢাকি বিদ্যুতে ধাঁধি আঁখি
বজ্রে চরণ রাখি কৃষ্ণ কাজল মাখি
নাচিয়া ঝুম ঝুম ঝর ঝর বরিষণে
আসিও বাদল সম ॥
এস পূর্ণিমা নিশীথে কুসুম গন্ধে নৃত্য দোদুল ছন্দে
বিহগ কাকলি বন্দে অধীর নব আনন্দে,
প্রভাতে মোহ ভরা ঢুলু ঢুলু আঁখি পাতে
আসিও অরুণ সম ॥

মিস্ আঙ্গুরবালার পূর্ব্বপ্রকাশিত রেকর্ড ।

P 11765	সে চ'লে গেছে ব'লে	গজল।
	ওই ঘর ভোলান সুরে	ঐ
P 11769	নিদয় কঠিন প্রাণ তব জানি	কাফি।
	ভ্রমর তব সহেনা বুকে হায়	আড়ানা।
P 11771	যদি না দেখা মেলে	অরকেষ্ট্রা সম্বলিত।
	তব চরণ ধ্বনি শুনি	ঐ

+P 11730	কেউ ভোলে না কেউ ভোলে	Miss Indubala.
	মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর	—do—

Sm. Kanak Das. শ্রীমতী কনক দাস।

P 11774	বাজিল কাহার বীণা	'রবীন্দ্রনাথ'।
	তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে	ঐ

জনপ্রিয় গায়িকা শ্রীমতী কনক দাসের গান শুনিয়া মোহিত হন নাই শিক্ষিত সমাজে এরূপ লোক অতি বিরল। পূজার তালিকায় প্রকাশিত তাহার দুইখানি গান যে কত মধুর হইয়াছে তাহা উক্ত রেকর্ডখানি শুনিলে বুঝিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় ভাষা গায়িকার কণ্ঠে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে; শুধু ভাষা নয় কবিতার ভাবধারা সুরের নিপুণ বিস্তারে বিকশিত কমলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীমতী কনক দাসের পূর্ব্বপ্রকাশিত রেকর্ড।

P 11770	তুমি যেওনা এখনি
	স্বপনে দোঁহে ছিনু কি মোহে

---

†P 11763	সখি এত' খেলা নয়	Sm. Sati Devi
	আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল	—do—

K. C. Dey (*Blind Singer*). কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক)।

P 11775	জাগিও না আমায় জাগিও না	'সত্যের সন্ধান'।
	নেচেছে প্রলয় নাচে	'অসবর্ণা'।

যে লোকের গান শুনিবার জন্য থিয়েটারের প্রেক্ষা গৃহে স্থান সঙ্কুলান হয় না, সেই কৃষ্ণ বাবুর দুইখানি গান পূজার সময় সকলের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য প্রকাশিত হইল। যে কোন লোকের মনোরঞ্জনার্থে এই রেকর্ডখানি আপনার দরকার। 'সত্যের সন্ধানে' 'জাগিও না আমায় জাগিও না' গাহিয়া কৃষ্ণ বাবু দর্শকবৃন্দকে কিরূপভাবে মুগ্ধ করিয়াছেন তাহা যাঁহাদের 'সত্যের সন্ধান' দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে তাঁহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় রেকর্ডে গানখানি আরও উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে।

'অসবর্ণা'র "নেচেছে প্রলয় নাচে হে নটরাজ" কলিকাতার নাট্যামোদী ব্যক্তিমাত্রেই শুনিয়াছেন এবং কেবল মাত্র এই গানখানি শুনিবার জন্য 'রংমহলে'র প্রেক্ষাগৃহ উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। গানটীর সুর সংযোজনা বদিও

কৃষ্ণবাবুর কিন্তু নাটকে তিনি নিজে গাহেন নাই, আজ রেকর্ডে শ্রেষ্ঠ শিল্পী তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন। গানখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এবং সুসঙ্গ সংযোগে গীত হইয়াছে। আশা করি সকলেই স্বীকার করিবেন বাঙ্গলার অন্ধগায়কের এই রেকর্ডখানি সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে।

১। স্বপন যদি মধুর এমন হোক সে মিছে কল্পনা।
জাগিও না আমায় জাগিও না॥
জাগরণের বাস্তবে
মানুষের কি কাজ তবে,
ঘুমের ঘোরে স্বপন যদি সুখের মাপের অল্প না॥
সত্য কি আর মিথ্যা কি
জাগরণে সব ফাঁকি
স্বপন তবু সত্যি মিছে জাগরণের জল্পনা।
জাগিও না জাগিও না
জাগিও না আমায় জাগিও না॥

২। নেচেছ প্রলয় নাচে হে নটরাজ তা থৈ তা থৈ।
বাজে গাল ববম্ ববম্ বাজে কাল ডমরু ঐ॥
অতীতের হাড়মাল বিরাটের বুকে দোলে
নয়নের তালে জটার সে জটিল বাঁধ খোলে
আজি এই মুক্তি হারার মরণ ভীতি ভেঙ্গেছ কৈ॥
নয়নের বহ্নি তোমার অসহ সৃষ্টি নাশি
ললাটের আশার আলোক সে শিশু শশীর হাসি
প্রলয় লীলার মাঝখানে সে ডাকে মাভৈঃ॥

কৃষ্ণবাবুর পূর্ব্বপ্রকাশিত রেকর্ড।

HT 2	ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধু	কীর্ত্তন।
	শতেক বরষ পরে	ঐ
P 11767	বাসন্তিকার গলায় দোলে	দাদরা।
	যত দেখি তোরে সখি	ভৈরবী দাদরা।
*N 8845	জল কহে চল	Harendra N. Chatterjee.
	বাঁধন যেথায় চেয়েছিলাম	—do—

Miss Harimati. মিস্ হরিমতী।

N 7157 { জাপানী কাঁচের আমি নীল পেয়ালা — নৃত্যসঙ্গীত।
ঝুম ঝুমাঝুম বাজে নূপুর — ঐ

"চাই মালা"র গায়িকা মিস হরিমতী এই তালিকায় আপনাদিগকে দুইখানি সম্পূর্ণ নূতন রকমের গান উপহার দিতেছেন। গায়িকার প্রথম গানখানি এই তালিকার একটী বিশেষ আদরের সামগ্রী—বাদ্য যন্ত্রের আত্মকথা—এই গানখানি কি রকম কত সুন্দর তাহা না শুনিলে কথায় বোঝান অসম্ভব। রেকর্ডখানি আপনাদের যথেষ্ট আনন্দ দিবে সন্দেহ নাই।

১। জাপানি কাঁচের আমি নীল পেয়ালা
টুন্ টুন্ ঝুন্ বাজি ছুঁচেতে ঢালা॥
তরল মদিরা বুকে ভালবাসা
চামেলী আতর লালি গোলাপী নেশা
পিও পিও হরদম ভুলিবে জ্বালা॥
থে থে নানা থে থে নানা বাঁয়া-তবলা॥
ঘুঙুর নেচে চলি রুণু ঝুনু ঝুনু
মন্দিরা মৃদু বাজি টুনু টুনু টুনু
হারমোনিয়ম গমাগা হরেক বোলা।
সারেঙ্গী ক্যাঁ ক্যাঁ কাঁদি বেহালা॥

২। ঝুম্ ঝুমা ঝুম্ বাজে নূপুর কোমল চরণে।
চরণ পাতে অশোক পলাশ ফুটলো গো বনে॥
আমি তালে তালে চলি
হেসে পড়ি ঢলি ঢলি
(তাই) অবহেলি ফুলের কলি
আমায় ঘিরে চপল অলি
দিল্ খুলি গায় মিলন-গাথা মধুর তানে
তার খামখেয়ালী নেশায় মাতি উতল গুঞ্জনে॥
আমার নবীন তাজা প্রাণ
তাহে সাত সাগরের বান
দোদুল দেহে নীল-সাড়ী মোর বশ নাহি মানে
আঁচল লুটে কাঁচলি টুটে হিয়ার কাঁপনে॥

†P 11505	ও'গো বাদল মঞ্জরী বাদল ঝুরু ঝুরু মাদল বাজে	Balai Bhattacharji —do—

Miss Kamala (*Jharia*). মিস্ কমলা (ঝরিয়া) ।

N 7136	যাওয়ার বেলা মুখপানে বিরহ বিধুর হিয়া হায়	গজল । বাগেশ্রী ।

রেকর্ডের একদিকে একখানি খেয়াল ও অপর দিকে একখানি গজল শিল্পীর কৃতিত্বের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি। মিস্ কমলার সুকণ্ঠের পরিচয় নূতন করিয়া দিবার কিছুই নাই, তবে এই রেকর্ডখানি সম্বন্ধে এইটুকু না বলিলে পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় যে বাণী বাবুর স্বরোদ ও রাসবিহারী বাবুর সঙ্গত—গান দুইখানিকে অত্যন্ত শ্রুতি-সুখ-কর করিয়া তুলিয়াছে। খেয়াল গানখানি বাবু তুলসীদাস লাহিড়ী ও গজলটী বাবু ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনা।

১। যাওয়ার বেলায় মুখপানে আর চাইলে নিঠুর হবে কি
(হায়) কাল যে কথা কওনি লাজে নিলাজতা আজ করবে কি ॥
মিছে কেবল ফিরে আসার আশার আগুন দাও জ্বালি
কাল রাতে যা স্বপন ছিল আজ ভোরে তা হবে কি ॥
মনে রাখার আবদারে কি বিদায় ব্যথা যায় ঢাকা
সইল না যার সুখের হাসি তার আঁখিজল সবে কি ?

২। বিরহ বিধুর হিয়া হায় তারে চায়।
গোপনে হেরেছি যারে বিজন কানন ছায় ॥
নিশীথ রাতে বেদনাতে
জল ভরে আঁখি পাতে
কাননে কাঁদিয়া ফেরে সজল বাদল বায় ॥

মিস কমলার পূর্ব্বপ্রকাশিত রেকর্ড।

N 7085	সে গেছে ত্যাজিয়া পথ ভুলে কি এলে	গজল । দাদ্রা ।
N 7102	তোমারি তরে সে তোমারি দ্বারে আজি নলিনী মলিন কেন হায়	'যমুনা পুলিনে' । ঐ

N 7119 { দূর থেকে চেয়ে দেখে
বল শত দল চাঁদ হেরে — সরোদ সম্বলিত। ঐ

---

†P 11639 { স্বদেশ আমার জননী আমার
কে আমারে দিল দোলা — Dhirendra Nath Das. —do—

Miss. Manickmala. মিস মাণিকমালা।

N 7137 { সখি চাঁদের আলোয়
বনের পাখী ও দূরের পাখী

মিস মানিকমালার কণ্ঠে আধুনিক গান এই প্রথম। গানের ভাষা যেমন সুন্দর গায়িকা গাহিয়াছেন তেমনি মধুর যন্ত্র সঙ্গীতও হইয়াছে তেমনি মনোরম—এক কথায় রেকর্ডখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে।

১। সখি চাঁদের আলোয় যেন স্বপন লাগে।
মোর যুঁথির চোখে যেন স্বপন লাগে
মোর ফুলের বাগে যেন স্বপন লাগে ॥
দূরের মলয় এল আজি অতিথি
মোর কানন-বিথীর যেন শিথীল সিঁথি
যেন বকুল শাখে মোর কোকিল জাগে ॥
ফুল শয়ন পাতে মোর শিউলি সখি
ওই ঝুমকো ফুলে ঝুরে ফুলের ঝুরি
মোর কেটন চাঁপায় জোটে মাতাল অলি
আলোর ছায়ায় রচে মায়াপুরী
যেন মদন রতি খেলে লুকোচুরি
যেন পেয়ে হারায় আর মিলন মাগে ॥

২। বনের পাখী ও দূরের পাখী বলিস তারে আমার কথা।
মোর আজও আসে চাঁদিনী রাতি
আজও ফুলের মালা গাঁথি
মিলন দোলায় আজও দোলে আমার তরু আমার লতা ॥
বনের পাখী আজও আমার কানে গোপন কথার আলাপ করে,
দোল দিয়ে যায় গানে গানে সুরের নেশায় মাতাল করে,
মোর হাওয়ার নেওয়া ব্যাকুল বেণু কুড়াই তারি চরণ রেণু
ফুলের দলে লাল হ'য়ে রয় তাহার হাসি তাহার ব্যথা ॥

মিস মাণিকমালার পূর্ব্বপ্রকাশিত রেকর্ড

N 7086	আজকে দোলের হিন্দোলায়	হোলী।
	চল সখি খেলি সবে হোরী	ঐ
N 7103	ভুলে সই পড়বি ফাঁদে	নৃত্যসম্বলিত।
	সেধে পরেছি গলে লো সজনী	ঐ
N 7120	চিনেছি চিনেছি চিনেছি গো তারে	ছায়ানট মিশ্র।
	পথিক পিয়া পরাণ নিয়া	দাদ্‌রা।

†N 4184	এস মুরলী ধারী	Miss Binapani.
	চল মন আনন্দধাম	—do—

Late Pannamoyee Dasi. স্বর্গীয়া পান্নাময়ী দাসী।

N 7142	উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী	কীর্ত্তন।
	কি ছার দারুণ মানের লাগিয়ে	ঐ

কীর্ত্তন গায়িকা বলিতে আজও ৺পান্নাময়ীর নামই সর্ব্বাগ্রে মনে আসে। কি অপূর্ব্ব কণ্ঠ ছিল তার এবং গাহিবার ঢংও ছিল মনোরম। যে গান তাহার নাম চিরদিন এ পৃথিবীতে অমর করিয়া রাখিবে সেই গান দুইখানি আমরা বহু অর্থ ব্যয়ে নূতন বৈদ্যুতিক প্রণালীতে রূপান্তরিত ও প্রাণবন্ত করিয়া আবার আপনাদের উপহার দিতেছি। এই রেকর্ডখানি শুনিলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রের কতখানি যে উন্নতি হইয়াছে তাহা যেমন বুঝিতে পারিবেন গায়িকার কণ্ঠের সূক্ষ্ম কাজগুলিও তেমনি ফুটিয়াছে শুনিবেন। সত্য বলিতেছি পূর্ব্বের চেয়ে এই রেকর্ডখানি সকল দিক দিয়া ভাল হইয়াছে।

†P 11662	আমার এ ভাঙ্গা বীণা বাজিয়ে গেল	Miss Radharani.
	এস চন্দ্র-কিরণ সিত নিশীথে	—do—

হিজ মাষ্টারস ভয়েস
রেকর্ড
বাজাইবার জন্য
কেবলমাত্র কুকুর মার্কা পিনই
ব্যবহার করিবেন।

Dhiren Das. ধীরেন দাস।

N 7155 { টলমল টলমল পদভরে / চল্ চল্ চল্ } মার্চসঙ্গীত। / ঐ

কবি নজরুলের সর্ব্বজন প্রিয় উক্ত মার্চ সঙ্গীত দুইটী বহু লোকের অনুরোধে আমরা রেকর্ড করিয়াছি। যে গান সুদূর পল্লীতে, প্রান্তরে, নগরে আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে মুখে গীত হইতেছে—যে গানের বাণী আজ তরুণদের নব-যাত্রা-পথের দিশারী—সে গানের অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। গান দুইটী গাহিয়াছেন লোক-কান্ত গীত-শিল্পী শ্রীযুত ধীরেন দাস ও গ্রামোফোনের অন্যান্য প্রসিদ্ধ গায়কগণ। ইহার সহিত অপূর্ব্ব অরকেষ্ট্রা ও সঙ্গীতের তালে তালে সৈন্যগণের কুচকাওয়াজের পদধ্বনি আপনারও প্রাণে প্রতিধ্বনি তুলিবে.........মায়ের পূজায় মা'র ভক্ত সন্তানদের সমবেত কণ্ঠের এই সঙ্গীতে প্রতি গৃহ মুখরিত হইয়া উঠুক আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

১। টলমল টলমল পদভরে, বীরদল চলে সমরে॥
খরধার তরবার কটিতে দোলে
ঝনন ঝনন রণ-ডঙ্কা বোলে
ঘন তূর্য্য-রোলে শোক মৃত্যু ভোলে
দেয় আশীষ সূর্য্য সহস্র করে॥
চলে শ্রান্ত দূর পথে মরু দুর্গম পর্ব্বতে
চলে বন্ধু-বিহীন একা।
মোছে রক্তে ললাট-কলঙ্ক লেখা।
কাঁপে মন্দিরে ভৈরবী একি বলিদান
জাগে নিশঙ্ক শঙ্কর ত্যজিয়া শ্মশান।
দোলে ঈশান-মেঘে কাল প্রলয়-নিশান,
বাজে ডম্বরু, অম্বর কাঁপিছে ডরে॥

২। চল্—চল্—চল্!
ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল্‌রে চল্‌রে চল্।
চল্—চল্—চল্॥
ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত আমরা আনিব রাঙা প্রভাত;
আমরা টুটাব তিমির রাত বাধার বিন্ধ্যাচল।

নব নবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নূতন প্রাণ, বাহুতে নবীন বল।
চল্ রে নৌ-জোয়ান, শোন রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরাণ-দুয়ারে-দুয়ারে জীবনের আহ্বান।
ভাঙরে ভাঙ আগল, চল্‌রে চল্‌রে চল্।
চল্—চল্—চল্॥

ধীরেন বাবুর পূর্ব্বপ্রকাশিত রেকর্ড।

N 7087	ভুলে ভুলে যেন ভুলে ভুলে	গজল।
	এত কথা কি গো কহিতে জানে	দেশ খাম্বাজ।
N 7105	অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন	স্বদেশী।
	মাতৃপূজা	ঐ
N 7122	গগনে প্রলয় মেঘের মেলা	ভজন।
	বিজন গোঠে কে রাখাল বাজায় বেণু	বাউল।

---

†N 7022	ওগো শেফালী	Sm. Monica Debi
	কে বলে যাও যাও	—do—

Girin Chakrabarty. গিরীন চক্রবর্ত্তী।

N 7138	বাজিয়ে সর্ব্বনাশী বাঁশের বাঁশী	ভাঙ্গা কীর্ত্তন।
	যমুনা পুলিনে কুসুম কাননে	ঐ

পূর্ব্ব বঙ্গের তরুণ সুকণ্ঠ গায়ক গিরীণ বাবুর আর দুইখানি গান এই তালিকায় প্রকাশিত হইল। গান দুইখানির ভাষায় ও সুরে একান্ত আন্তরিকতার সন্ধান পাওয়া যায় তাই অত্যন্ত অনাড়ম্বর সহজ সুন্দরের ছবি মনে জাগে এই রেকর্ডখানি শুনিলে। রেকর্ডখানি গায়ককে সর্ব্বসাধারণের প্রিয়তর করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই।

১। বাজিয়ে সর্ব্বনাশী বাঁশের বাঁশী কে চলেরে।
ওগো আজ কেমন ক'রে পাব তারে ব'লে দেরে।
শুনে তার মধুর বাঁশী
কদমের ফুটল হাসি
যমুনার ওই কালো জল হ'ল উতল
উঠল মেতে নেশার ঘোরে॥

তাহারি বাঁশীর স্বরে
হৃদি মোর উঠলো ভ'রে
কে তুমি ওগো পথিক বুকের মানিক
এক নিমিষেই নিলে কেড়ে ॥

২। যমুনা পুলিনে কুসুম কাননে বাঁশরী বাজাব রাধা রাধা।
আমি তারে ভালবাসি মন উদাসী
সদা আমি তার প্রেমে বাঁধা ॥
আমারে ভাবিয়া মরমে মরিয়া কাঁদে রাধা প্রিয়া দিবানিশি,
তাই হাতে বাঁশী কাঁদি দিবানিশি রাধা রাধা বলে বনবাসী,
নয়নের জলে পূজিব তাহারে রাধা নামে বাঁশী আছে সাধা ॥
যমুনার তীরে আসিবে কি বঁধু সাঁঝের বেলায় অভিসারে,
পথের বাঁকে ধরিব তাকে মানিব না কোন বাধা ॥

গিরীনবাবুর পূর্ব্বপ্রকাশিত রেকর্ড।

N 7106	আমার সোনালী গাঙ বাইয়া	ভাটিয়ালী।
	খেয়া পারে কে যাবিরে আয়	ঐ

†N 3379	আরতি দীপ কে জ্বালিল	Hirendra Kumar Bose
	আবার বাজবে বাঁশরী	—do—

Gopal Ch. Sen (*Blind Singer*). গোপালচন্দ্র সেন।

N 7139	বকুল গন্ধে বন্যা এলো	'রবীন্দ্রনাথ'।
	ওগো শেফালী বনের মনের কামনা	ঐ

গোপাল বাবুর গান বলিলে সাধারণতঃ যে গানের কথা মনে পড়ে এই রেকর্ডে সেই দুইটী গানই শুনিতে পাইবেন। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের এই দুইটী সর্ব্ব-জন-প্রিয় গান গোপাল বাবু রেকর্ড করিয়াছেন এবং সঙ্গে আছেন আপনাদের প্রিয় পিয়ানো বাদক রঞ্জিত বাবু এবং তাঁহার সহকর্ম্মী বৃন্দ।

১। বকুল গন্ধে বন্যা এল দখিনা হাওয়া স্রোতে।
পুষ্প ধনু ভাসাও ভরী নন্দন তীর হ'তে

পলাশ কলির দিকে দিকে
তোমার আখর দিল লিখে
চঞ্চলতা জাগিয়ে দিল অরণ্যে পর্ব্বতে ॥
আকাশ পারে পেতে আছি একলা আসন খানি
নিত্য কালের সেই বিরহীর জাগলো আশার বাণী
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে
নবীন প্রাণের পত্র আসে
পলাশ জবায় কনক চাপায় অশোকে অশ্বত্থে।

২। ওগো শেফালি বনের মনের কামনা।
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নাম না ॥
আজি মাঠে মাঠে চল বিহরি
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি
নাম' তাল পল্লব বিজনে
নাম' জলে ছায়া ছবি সৃজনে
এস সৌরভ ভরি আঁচলে
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে
মম চোখের সম্মুখে ক্ষণেক থামোনা
ওগো সোনার স্বপন সাধের সাধনা।
কত আকুল হাসি ও রোদনে
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে
জ্বালি জোনাকি প্রদীপ মালিকা
ভরি নিশীথ তিমির থালিকা
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে
সাঁঝে ঝিল্লী ঝাঁঝর বাজায়ে

কত করেছে তোমার স্তুতি আরাধনা ॥
ওই ব'সেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে
আজি শ্বেত-চন্দন তিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে
আহা বরিল তোমারে কে আজি
তার দুঃখ শয়ন তেয়াজি
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ কাঁদনা ॥

গোপালবাবুর পূর্ব্বপ্রকাশিত রেকর্ড।

N 7097	কই সে আগের মানুষ কই	স্বদেশী।
	আমার দেশের মাটী	ঐ

---

†N 3823	পাঁচ কোটী ভাই বোন মিলে	Jnanendra N Ghosh.
	আজ প্রভাতে আলোর ধারায়	—do—

Prof. Gupto (*Bimal Babu*) প্রফেসর গুপ্ত (বিমলবাবু)।

N 7140	পাওনাদারকে ফাঁকি	কমিক।
	নন্দীকে ফাঁকি	ঐ

বহুদিন পরে হাস্যরসিক বিমল বাবুর এই কৌতুকাভিনয়ের রেকর্ডখানি দীর্ঘ বিরহের পর প্রিয় মিলনের মতই আনন্দদায়ক। "পাওনাদারকে ফাঁকি" এর কথাগুলি অমর চৌধুরী মহাশয়ের লেখা এবং "মহেশ্বরের নন্দীকে ফাঁকি" লিখিয়াছেন রসিক সাহিত্যিক ননী দাসগুপ্ত মহাশয়। দুইটী বিষয়ই বিমল বাবু সুন্দর ফুটাইয়াছেন।

পাওনাদারকে ফাঁকি।

তৃতীয় পক্ষে বিয়ে কোরে কর্ত্তার হাতটান পড়ায় তিনি অনেক রকমের দেনার মধ্যে প'ড়ে গ্যাছেন—কিন্তু পাওনাদারেরা একটা পয়সাও আদায় কর্ত্তে পাচ্ছে না—আপনাদের উপকারের জন্য দুটো একটা উদাহরণ দিচ্ছি।
রামছলছল—বাবু মুদী এসেছে।

সদাশিব— রামছলছল! শিগ্‌গীর লেপটা আমার গায়ে আগাগোড়া চাপা দাও, যাও মুদীকে ডেকে আন—উঃ উঃ ওরে বাবা যাইরে বাবা—কে ও টিপলে গোবিন্দ? এই দেখ বাবা একেবারে কোঁ কোঁ ক'রে জ্বর এসেছে—ওরে বা—আ কে তোকে খবর দিলে গোবিন্দ—আহাহা তোদের ভালবাসাতে আজও বেঁচে আছি। হু চোখো লোক যে শুনছে সেই এসে দেখে যাচ্ছে; তুমি কার মুখে আমার অসুখের কথা শুনে আমাকে দেখতে এসেছ? ওরে বাবা একটু জল।

টিপুল— না দাদাঠাকুর আমি অসুখের কথা শুনিনি। আমি এসেছিলুম দোকানের পাওনা টাকাগুলো—

সদাশিব— আহাহা তাইতো বলি, নইলে টিপুল কি আমায় শুধু হাতে দেখতে আসে? আগে অসুখের কথা শুনলে কিছু না হ'ক (কাশিয়া) একটু জল—অন্ততঃ পাঁচ পো তালের মিছরিও হাতে ক'রে আসতো। টিপুল বাবা তাহ'লে মিছরিটা আমায় একটু শীগ্‌গির ক'রে পাঠিয়ে দিও, আর আমি একটু সেরে উঠলেই তোমার হিসাবটা দেখে—একেবারে সব টাকা মিটিয়ে দেব বুঝেছ বাবা—জল—রামছলছল—একটু জল।

টিপুল— (স্বগতঃ) তাইতো যে দিন টাকার তাগাদায় আসবো সেই দিনই একটা না একটা ব্যাঘাত। প্রায় ৫০০৲ টাকা প'ড়ে গেছে ৫৲ টাকা আদায় ক'রতে পাচ্ছি না। তেজ পক্ষে বিয়ে করার পর থেকেই ভটচাজ্জী মশাই একেবারে হাত গুটিয়েছেন (প্রস্থান)।

সদাশিব— জল—জল—ও বাবা ঘেমে উঠেছি। গেছে ত'? (দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ) এই সেরেছে! আবার কে এলো রামছলছল?

রামছলছল—বোধ হয় কাপড়ের দোকান থেকে রঞ্জিত বাবু এসেছেন।

সদাশিব— তাহলে আমি চট ক'রে ধ্যানে ব'সে পড়ি তুমি অবস্থা বুঝে যা হয় কোরো।

রঞ্জিত— ভটচাজ্জী মশাই ধ্যানে ব'সে আছেন বুঝি। কতক্ষণ বসে আছেন—এখনি উঠবেন তো?

রামছলছল—তা প্রায় শেষ রাত্রে বসেছেন। এই ঘণ্টা আঠারো হ'ল বোধ হয়।

রক্ষিত— কি ব'লছো? আঠারো ঘণ্টা এইভাবে বসে আছেন?

রামছলছল—হ্যাঁ ওটাত' অসাড় দেহ, ওঁর সূক্ষ্ম আত্মা দেহ ছেড়ে অনেক উপরে উঠে গিয়েছে, দেখছেন না—নিশ্বাস অবধি পড়ছে না।

রক্ষিত— বল কি?

রামছলছল—দাদাঠাকুরের মাথার উপরে এই পাঁচ ছয় হাত দূরে চেয়ে দেখুন দিকিনি। কিছু দেখতে পাচ্ছেন? একটা ঘুর্ণি বাতাস যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রক্ষিত— কই না!

রামছলছল—আচ্ছা ভাল ক'রে দেখুন ঐ তো বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—বাতাসের একটা ভোঁ ভোঁ শব্দ অবধি শোনা যাচ্ছে।

রক্ষিত— হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ একটা শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে বটে।

রামছলছল—সূক্ষ্ম আত্মা ব্রহ্ম রন্ধ্র থেকে বেরিয়ে এসে মাথার উপরেই বাঁই বাঁই ক'রে ঘুরছে ক্রমে ক্রমে যেই আবার মাথার ভেতর এসে ঢুকবে ওমনি জ্ঞান ফিরে আসবে।

রক্ষিত— কতক্ষণ পরে ঢুকবে বলতো?

রামছলছল—প্রায় আরও চার পাঁচ ঘণ্টা লাগবে বৈকি।

রক্ষিত— অতক্ষণ তো আমি ব'সতে পারবো না, তাইত আজ টাকা দেবার কথা ছিল—এগার শো টাকা বাকি পড়ে গ্যাছে।

রামছলছল—তাহলে আপনাকে বলি—এই আপনার কাপড়ের দোকানের কল্যাণ কামনা করতেই ঠাকুর আজ গন্ধেশ্বরীর আরাধনায় বসেছেন। আপনি দোকানে ফিরে গিয়ে দেখবেন—খদ্দের আর ধরছে না।

রক্ষিত— বল কি? আমারি কল্যাণে? তবে যাই দোকানে একটা ছোঁড়াকে বসিয়ে এসেছি, সে আবার সব কাপড়ের দর সব জানেনা (প্রস্থান)।

রামছলছল—উঠুন রক্ষিত গিয়েছে

সদাশিব— সদর দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে এসো। বিয়ে ক'রে একটু হাত টান হয়েছে, তা বেটা পাওনাদারেরা যেন ছেঁকে ধরেছে হ্যাঃ।

নন্দীকে ফাঁকি।

মহেশপুরে মাধব ঘোষের যাত্রার দল গেছে—পালা হবে দক্ষযজ্ঞ। অধিকারী মহাশয় ব'সে আছেন এমন সময় কিনা নটবর শীলের প্রবেশ

নটবর— বাবু আজ আমাকে ছেড়ে দিন জ্বরে সমস্ত দেহ খানাকে কাঁপিয়ে একেবারে ক্যাবলাকান্ত ক'রে ছেড়ে দিচ্ছে।

অধিকারী—বল কি হে নটবর? এই সেদিন ১৩০১ সালে গাজীর হাটে গিয়ে জ্বর বাধালে আবার এই বছর পণের যেতে না যেতেই জ্বর! বায়না পেলেই যদি তোমাদের জ্বর হয় তাহ'লে ত' হাওড়ার হাটে গিয়ে ঝালছোলা চীনে বাদাম নিয়ে বসতে হবে দেখছি। যাও, দাঁত সিটকে বিছানায় প'ড়ে থাকগে। যাই দেখি—এক আদটা নন্দী ফন্দীর খোঁজ খবর যদি পাওয়া যায়; এব্যাটাকে আসরে নাবালে লাভের মধ্যে হয়ত' পোড়াঝার খরচাটাই লোকসান হবে। হা হা হা এই যে মেঘ না চাইতেই জল, ওহে আজ নন্দীর পাট করতে পারবে?

চাষা— আজ্ঞে-নদী পার? খুব পারবো। এতো শুকনো গাঙ, বর্ষাকালে তিন ছিলুম গাঁজা খাজী রেখে নদী পার হইছেলাম।

অধিকারী—আহা হা হা নদী পার নয়—নন্দীর পাট। ঐ যে মহেশ্বর আছেন— মহেশ্বরকে চিনিশ্?

চাষা— আজ্ঞে খুব চিনি বাজারে পান বেচে—

গান

ওরে এক পয়সার পান সুপারী আর এক পয়সার তামাক
আর এক পয়সার গাঁজা হলি হয় তের-নাথের মেলা
সাধুরে ভাই দিন গেলি তেরনাথের নাম নৈও।

অধিকারী—আরে এ মহেশ্বর হচ্ছেন শিব যিনি বেলতলায় থাকেন; আমাদের যে যাত্রা হবে।

চাষা— যাত্রার কথা কচ্ছেন—আমরা গাব যাত্রা আসরে দাড়িয়ে?

গান

ওরে কচুর পাতায় পারতো যদি ঘন বিষ্টি ঢক্ মানাতি
তালি কেউ কেন্‌তো না আর কলের ছাতি।

(আর ঐ) তালের খোলায় পারতো যদি বড় গাও পাড়ি দিতি
তালি ইংরেজেরা আসতো না আর কল চালাতি
আজ্ঞে বাবু আমি ওসব পারি টারিনে—আপনি সুমন্ত নাপিতের কাছে যান্ দি। সে খুব ভাল যাত্রা গাতি পারে। ঐ যে নাম কতি কতিই সুমন্ত ক্ষুর ভাঁড় নেয়ে আস্‌তিছে।

অধিকারী—ওহে সুমন্ত, আজ নন্দীর পার্টটা করতে পারবে ?

সুমন্ত— আজ্ঞে নান্দি পাঠ ত' আমরা করিনে বাওনেরাই ক'রে থাকে।

অধিকারী—আরে না না নান্দী পাঠের কথা বলছিনা, নন্দীর পার্ট—
বলি আজ যাত্রা হবে শুনেছ ?

সুমন্ত— আজ্ঞে শুনি নাই রাত্তিরে শুন্তি যাব।

অধিকারী—আহা হা হবে যে এটা শুনেছ তো ?

সুমন্ত— আজ্ঞে তা আর শুনি নাই।

অধিকারী—সেই যাত্রায় নন্দীর পার্টটা করতে পারবে ?

সুমন্ত— ও তাই কন্। তা আর পারবো না। কত বড় বড় আসরে গাইয়ে আলাম আর এতো—

অধিকারী—হা হা গাইতেও পার ? আচ্ছা বেশ চট্ করে' একটু সুর লাগাও দিকিনি

সুমন্ত— গান

বাবু তোমরা রসিক চেননা
বিল্বমঙ্গল চিন্তামনি
চণ্ডীদাস আর রজকীনি
রসিক চারজনা॥

অধিকারী—সুন্দর, তাহ'লে এখনি চল।

সুমন্ত— আজ্ঞে এখন যে কামাতে যাচ্ছি, মনে করেন চার পাঁচ গণ্ডা পয়সা ত'পাব।

অধিকারী—তার আর ভাবনা কি ?

সুমন্ত— চলেন তয় আর আপত্তি কি

রাত্রে যাত্রা আরম্ভ হ'ল। অধিকারী স্বয়ং করছেন মহেশ্বরের পার্ট—নন্দীর কাছে গৌরীর দেহত্যাগের কথা শুনে মহেশ্বর বিরাট দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে ব'লতে লাগিলেন——

মহেশ্বর— ভেঙ্গে গেল ভেঙ্গে গেল আমার বুক। রে নন্দী কি বজ্র হানিলি রে বক্ষেতে আমার। অহো হো হো হো হো—ত্রিভুবন ঘুরিব আমি গৌরীর লাগিয়া। যাও নন্দী, আর না পাইবে তুমি আমার সাক্ষাৎ। গৌরী গৌরী গৌরী—(প্রস্থান)।

নন্দী— এ্যা? কয় কি? পাঁচ গণ্ডা পয়সা দেবে কয়ে নিয়া আইসে এখন কচ্ছে আর দেখা হবেনা নে। ও কর্ত্তা আগে আমার পাঁচ গণ্ডা পয়সা ফেলাও দি, প্তাসে ত্রিভুবন ঘুরে মরগে যাও--ওকর্ত্তা ওকর্ত্তা

(গণ্ডোগোল, হাসি, ডুগি বাজনা)

কি কেলেঙ্কারী (হাসি)

ব্যাটাদের গাল চাপাদে, গাল চাপাদে (হাসি)

হুয়ো হুয়ো (হাসি)

---

†N 7032 { ষষ্ঠী গো তোর গুষ্টির — Haridas Banerjee.
অভিনব শব্দার্থ — —do—

K. Mullick. কে মল্লিক।

N 7156 { ভারত লক্ষী মা আয় ফিরে — আগমনী।
জাগো যোগমায়া জাগ — ঐ

দুর্দ্দিনের এই দারুণ দিনে আর্ত্ত ব্যথাক্লিষ্ট নর-নারীর অন্তরের নীরব আবেদন মল্লিক মহাশয়ের এই দুইটী আগমন গানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। গানের কথাগুলি সকলেরই প্রাণের কথা সেই হেতু গান দুইখানি শুনিলেই অন্তরের অন্তস্থল হইতে আসে প্রতিধ্বনি ও সারা অন্তর বেদনার উল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠে গানের কথাগুলি কাজী নজরুল ইসলামের।

১। ভারত লক্ষী মা আয় ফিরে এ ভারতে
ব্যথায় মোদের চরণ ফেলে অরুণ আশার সোনার রথে।
অশ্রু গঙ্গার জলে ধুই মা তোর চরণ নিতি
ত্রিশ কোটী কণ্ঠে বাজে রোদনে তোর বোধন গীতি;
আয় মা দলিত রাঙ্গা হৃদয় বিছানো পথে॥
বিজয়া তোর হ'ল কবে শতাব্দি চলিয়া যায়,
ভারত বিজয় লক্ষী ভারতে ফিরিয়া আয়,

বিসর্জ্জনের কান্না মা
তুই এবার এসে থামা
সফল কর এ তপস্যা মা স্থান দে স্বাধীন জগতে ॥

২। জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী, চিন্ময়ী রূপে জাগো
তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী কাঁদে আর ডাকে মা গো ॥
বরষ বরষ বৃথা কেঁদে যাই
বৃথাই মা তোর আগমনী গাই
সেই কবে মা আসিলি ত্রেতায় আর আসিলি না গো ॥
কোটী নয়নের নীল পদ্ম মা ছিঁড়িয়া দিলাম চরণে তোর
জাগিলি না তুই এদিনে ধরায় মা কবে হয় হেন কঠোর।
দশ ভুজে দশ প্রহরণ ধরি
আয় মা দশ দিক আলো করি
দশ হাতে আন কল্যাণ ভরি নিশীথ শেষে উষা গো ॥

কে, মল্লিকের পূর্ব্বপ্রকাশিত রেকর্ড।

N 7108	প্রভু রাখ এ মিনতি	ভজন।
	ঘন ঘোর মেঘ ঘেরা	ঐ
N 7123	স্বপ্নে দেখেছি ভারত জননী	স্বদেশী।
	স্বদেশ আমার	ঐ

---

†N 7016	চাঁদ হাসিছে আকাশে	Gramophone Club
	আসিব বলিয়া গিয়াছে চলিয়া	—do—

Master Sunil Bose (*Amateur*) মাষ্টার সুনীল বসু এমেচার

N 7141	স্বপনের ফুল বনে যে দিন দেখেছি	গজল।
	জাগ জাগরে মুসাফির	ঐ

সুর-সরস্বতীর এই তরুণ সেবক সরস গানের সুন্দর নির্ম্মাল্য সাজাইয়া আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছেন। গায়কের কণ্ঠস্বর মধুর, কবিতা দুইটী মনোজ্ঞ এবং গাহিবার প্রণালী মনোরম। এই রেকর্ডখানি আমরা সকলকে শুনিতে সাদর নিমন্ত্রণ জানাইতেছি।

১। স্বপনের ফুল বনে যেদিন দেখিনু রূপরাণী তোমায়।
চকিতে ওই চোখে তোমার সরমের কোন হাসি লুকায়॥
নিরালায় কুঞ্জ বিথিকায়
সে প্রথম প্রেম নিবেদনে
দেখেছি ওই অধর কোনে সে ভীরু কোন হাসি পালায়
বিদায়ের সে বেদন বেলায়
মানা না মানলে আঁখিজল
ভোরে ম্লান চাঁদ সম সখি বিমলিন কোন হাসি লুকায়॥
আজ আর নাই হাসি খেলা
নিভেছে সে উজল আলো
ভাবি আজ সব চেয়ে তোমার ভুলালো কোন হাসি আমায়॥

২। জাগো জাগো রে মুসাফির হ'য়ে আসে নিশি ভোর।
ডাকে সুদূর পথের বাঁশী ছাড় মুসাফিরখানা তোর॥
অস্ত আকাশ অলিন্দে ওই পাণ্ডুর কপোল রাখি
কাঁদে মলিন ভোরের শশী বিদাও দাও বন্ধু চকোর॥
মরুচারী খুঁজিস্ সলিল অগ্নি-গীরির কাছে হায়
খুঁজিস অমর ভালবাসা এই ধরণীর এই ধুলায়
দারুণ রোদের দাহে খুঁজিস কুঞ্জছায়া স্বপন ঘোর॥

N 7017 { আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা — H. Chatterjee.
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে — —do—

Dr. Bani Chatterjee & Her Orchestra.

ডাঃ বাণী চাটার্জ্জী ও তাঁহার অরকেষ্ট্রা।

N 7158 { দেশ আমার — অরকেষ্ট্রা সম্বলিত।
ভারতের জয় — ঐ

একখানা অভিনব রেকর্ড। আমরা এ ধরণের রেকর্ড আজ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিনি। নিছক ভারতীয় সুরকে Harmonised করিবার বা ইউরোপীয় ধারার বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্রের বিভিন্ন সুরের সামঞ্জস্য করিবার প্রচেষ্টা কিছুদিন

থেকে আমাদের দেশে হ'য়ে আসছে কিন্তু তেমন সাফল্য কেউ লাভ ক'রতে পারেন নি। শ্রীমতী বাণী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়া এবং তাঁহার Party এই কঠিন কার্য্যে যে সাফল্য লাভ করেছেন তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এই রেকর্ড-খানি কেবলমাত্র বাদ্য যন্ত্রের নয়, দুইখানি কণ্ঠ সঙ্গীতের সমাবেশ এই নুতন পদ্ধতিতে করা হয়েছে।

রাগিণী—মিশ্র ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ। তাল—ইংরি।

স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আই, সি, এস্ মহাশয় রচিত "জয় ভারতের জয়" ও আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত "দেশ আমার" এই জাতীয় দুইটী Messrs Harisukh Gupta and Sashi Kumar Chatterjee কর্ত্তৃক গীত হইয়াছে। পিয়ানো বাজাইয়াছেন Dr. Bani Chatterjee D. Mus. ও Miss Gomes বেহালা—Mr. S. Gomes ও Mr. Correa সেতার বাজাইয়াছেন—Miss Uma Chatterjee ও Mr. Amar Bhattacharjee. ফ্লুট—Mr A Prashad. তবলা ও করতাল বাজাইয়াছেন বাবাজী ও তাঁহার পুত্র।

১। চরণ বন্দে জগৎ আজও তোমার
কেন হেরি গো মা বয়ান দুঃখে আঁধার।
ওগো জননী কল্যাণী দেশ আমার
কেন কেন গো মা মলিন বেশ তোমার?
দূর কর দুঃখ দৈন্য দূর কর লজ্জা ভয়
বিশ্ববাসী মিলিত কণ্ঠে গাহি উঠুক তোমারি জয়॥

২। গাও ভারতের জয় হোক ভারতের জয়।
জয় ভারতের জয় কি ভয় কি ভয়
গাও ভারতের জয়॥
বিধাতার আদেশে তব শিরে শোভিল
সব জ্ঞানের মুকুট অতি উজ্জ্বল
জয় রাজ রাজেশ্বর গাও সবে তাঁরি জয়
গাহরে গাহ আজি জয় ভারতের জয়॥

---

†P 11669	মন আসল ফাঁকি রে	H. Bose & Miss Harimati.
	সংসার মায়া ছাড়িয়ে	—do—

Sishu Mangal Samity. শিশু মঙ্গল সমিতি।

GT. 34 { ব্যাঙের বড়াই।
শেয়ালের সাজা।

এই দুইটী কবিতা আপনার বাড়ির ছোট ছেলে মেয়েদের মুখে শুনুন—দেখুন কত তৃপ্তি পান। তাহাদের শিক্ষা দিবার শিক্ষক নিযুক্ত করুন এই রেকর্ডখানিকে—

১। পথের ধারে গর্ত্ত ক'রে ব্যাঙ মশায়ের বাসা
যখন তখন গাল ফুলিয়ে গানটি ধরেন খাসা
একটু দূরে চড়ুই পাখী সজনে গাছের 'পরে
বাচ্চা নিয়ে কাচ্চা নিয়ে কিচির মিচির করে
চড়ুই পাখীর কিচির মিচির ব্যাঙের ভ্যানর ভ্যান—
সবার ঝালাপালা কান॥

ব্যাঙ মশায়ের দেমাক ভারি—পথের পরে ব'সে
সেদিন গাহে খোস মেজাজে গান ধ'রছেন ক'সে
রাজার হাতী হঠাৎ এসে ডিঙ্গিয়ে গেল চ'লে
বিষম রেগে পেছনথেকে ব্যাঙ হাতীকে বলে—
কুলোকানী মূলোদাঁতী মারব চাপড় তোরে—
কেন ডিঙ্গিয়ে গেলি মোরে॥

থমকে ফিরে চাইলে হাতী কইলে অবহেলি
থাক্ থাক্ থাক্ থ্যাবড়া নাকী দৈবে বেঁচে গেলি!
চড়ুই করে ঠাট্টা—তিড়িং লাফ দেয় ব্যাঙ রাগে
এমন সময় যাচ্ছিল এক ছুঁচো মাঠের বাগে
শোন ভুরভুর কর্পূরদাস ব্যাঙ দিল তায় ডাক
আমার থ্যাবড়া নাকি নাক?

ছুঁচো ভাবে একি বাবা, গায়ের গন্ধে মোর
ভূত যে পালায় দেশ ছেড়ে, আজ একি কপাল জোর
বলি ভুরভুর কর্পূরদাস ব্যাঙ মহাশয় ডাকে—
আচ্ছা, দুটো মিষ্টি কথায় খুসীই করি তাকে!

আহা রূপের মদনমোহন যাওনা চ'লে ঘরে
ওসব ছার কথা কি ধরে ॥

বেজায় খুশী ব্যাঙ চড়ুইয়ে ডেকে ডেকে কয়
শুনলি মোদের চার পেয়েদের এমনি রূপই হয় ॥

২। মামাদের মামুদপুরে প্রতিদিন রাত দুপুরে
ছিদেম ঢুলি ঢোল বাজাত তাক্ ডুমাডুম ডুম।
বাজনায় বেজায় চোটে ছেলেরা আঁৎকে ওঠে
কোন্ দেশে যে যায় পালিয়ে পাড়াপড়শীর ঘুম ॥
পুবে তালপুকুর পাড়ে বড় বাঁশ ঝোপের আড়ে
খামখেয়ালী খেঁকশেয়ালী ক'রত সুখে বাস
সুখে সেই পুকুর ঘাটে সারাদিন সাঁতার কাটে
ছিদেম ঢুলির নাদুস নুদুস একটা পোষা হাঁস।
হাঁস করে প্যাঁক প্যাঁক শ্যাল করে খ্যাক্ খ্যাক্
ঢোল বাজে তেরেকেটে তেরেকেটে তাক্।
শনিবার সাঁঝের বেলায় ও পাড়ার রথের মেলায়
ছিদেম ব'সে খোস মেজাজে পাপড় ভাজা খায়
এদিকে উঠোন পরে ছিল যে ঢোলটা প'ড়ে
হাঁস পুকুরে চরছিল যে হুঁস ছিল না তায় ॥
যেমনি আঁধার দেখে এল হাঁস পুকুর থেকে
শেয়াল মশায় অমনি তাকে ধরলে করি ক্যাঁক্।
ঘুরিয়ে ফেল্লে ঘাড়ে বেচারা ঝাপট মারে
পা ছোঁড়ে আর চেঁচায় শুধু প্যাঁক্ প্যাঁক প্যাঁক ॥
শ্যাল করে খ্যাক্ খ্যাক্ হাঁস করে প্যাঁক প্যাঁক্
কে আছিস বাঁচা মোরে প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক ॥
পাল্টে হঠাৎ ঢোলে লেগে পা বাজনা ব'লে
কুড়্ কুড়্ কুড়্ ড্যাডাং ড্যাডাং তাক তেরেকেটে তাক।
তা শুনি শিয়াল ভাবে এত যা মিষ্টি বাজে
মাংস তাহার মিষ্টি কেমন খেয়েই দেখা যাক ॥
ছেড়ে হাঁস ঢোলটি ধ'রে ছেঁড়ে তার চামড়া জোরে
খোলের ভিতর ঢুকল খেতে মিষ্টি নাড়িভুঁড়ি।

যত দেয় ঝাঁগড় কামড় গড়ায় ঢোল গড়র গড়র
খ্যাঁক খেঁকিয়ে খেঁক শেয়ালী কান্না দিল জুড়ি॥
হাঁস করে প্যাক প্যাক কে আছিস মজা দেখ
শ্যাল বলে যায় প্রাণ খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক।

পূর্ব্বপ্রকাশিত শিশুমঙ্গল রেকর্ড।

GT 30 { সাজিয়ে দে মা নন্দরাণী / চলরে কানু বাজিয়ে বেণু

GT 31 { লবকুশের কাহিনী / ১ম ও ২য় খণ্ড

GT 32 { পড়া ও খেলা / ডাইনী বুড় ও চোর

GT 33 { আমার দেশের গো। / মায়ের জয় গাই।

---

†N 3819 { আরতি লও মরমের — Miss Niharbala.
তিমির বিদারি অলক বিহারী — —do—

Dhiren Das & Miss Indubala. ধীরেন দাস ও মিস্ ইন্দুবালা

HT 51 { কৃষ্ণজী! কৃষ্ণজী!! কৃষ্ণজী!!! — ভজন।
মথুরার দ্বারে — ঐ

দুইজন দরদী গায়ক গায়িকা—দুইজন দরদী কবি—দুইজন দরদী যন্ত্রীর একত্র সমাবেশে এই দুইখানি যেমন সুন্দর হওয়া উচিৎ তাহাই হইয়াছে। কাজী নজরুল লিখিয়াছেন "মথুরার দ্বারে"—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন "কৃষ্ণজী!! কৃষ্ণজী!!!" বাঁশী বাজাইয়াছেন গোপালবাবু ও স্বরোদ বাজাইয়াছেন বাণীবাবু এবং সঙ্গত করিয়াছেন রাসবিহারী বাবু—এই রেকর্ডখানির এই পরিচয়ই যথেষ্ট।

১। এল নন্দের নন্দন নব-ঘন-শ্যাম
এল যশোদা-নয়ন-মণি-নয়নাভিরাম
প্রেম-রাধারমণ নব বঙ্কিম ঠাম
চির-রাখাল গোকুলে এল গোলক ত্যাজি
কৃষ্ণজী! কৃষ্ণজী!! কৃষ্ণজী!!!

ভয়-ত্রাতা এলো কারা ক্লেশ নাশি
কাজল গগনে এলো উজল শশী
মুছাতে বেদনা ব্যথা-তিমির-হারী
বিজলী ঝলকে এলো ঘন গরজি
কুকুজী ! কুকুজী !! কুকুজী !!!
হে বিরাট ! তব মঙ্গল আঁখি তলে
কত পুষ্প ফোটে প্রেম অশ্রু-জলে
অরবিন্দ পদে আর কিছু না চাহি
যেন গোপাল প্রেমে মন রহে মজি
কুকুজী ! কুকুজী !! কুকুজী !!!

২। ব্রজবাসী মোরা এসেছি মথুরা দ্বার ছেড়ে দাও দ্বারী।
মথুরার রাজা হ'য়েছে মোদের কানাই গোঠ বিহারী॥
রাজ-দণ্ড কেমন মানায় শোভিত যে হাতে বাঁশী
মুকুট মাথায় কেমন দেখায় শিরে শিখি-পাখা ধারী॥
শ্যামলী ধেনুর দুগ্ধের ক্ষীর এনেছি কানুর লাগিয়া
পাঠায়েছে তারে মথিয়া নবনী যশোদা নিশীথ জাগিয়া
বনমালী লাগি নব নীপ মালা আনিয়াছি হের গাঁথিয়া
কুড়ায়ে এনেছি ফেলে এসেছিল যে বাঁশরী বন-চারী॥
ব্রজের দুলাল রাখাল ব'সেছে রাজার আসন পরে,
সারা গোকুলের এনেছি আশীষ তাইরে তাহার তরে।
পাঠায়েছে গোপী-চন্দন তাই রাই অনুরাগ ভরে
(পাঠায়েছে রাই অনুরাগ ভরা গোপী চন্দন)
(পাঠায়েছে রাই হরির লাগিয়া হরি চন্দন)
নয়ন-যমুনা ছানিয়া এনেছি আকুল অশ্রু বারি॥

---

†N 3820 { সাগর পারের বন্ধু আমার — Sm. Sati Debi.
চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে — —do—

MIRABAI. মীরাবাঈ।

N 7143 হইতে N 7154 পর্য্যন্ত।

১২ খানি ১০ ইঞ্চি ডবল সাইডেড্ রেকর্ডে সমাপ্ত।

Complete Set of 12 Double-Sided 10 Inch Records.

Price Rs. 33/- মূল্য ৩৩৲ টাকা মাত্র।

রাজপুতনার মরুভূমিতে একদিন প্রেমের বান ডাকিয়াছিল। সেই বানে আ-সমুদ্র হিমাচল প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। আমরা মীরাবাই এর ভজনের কথা বলিতেছি। এই ভজনের বাণী ও সুরের অলকানন্দা আজিও ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার অন্তরে অন্তরে প্রবাহিতা। মীরাবাঈ যেন মূর্ত্তিমতী ভক্তি ভগবৎপ্রেমের প্রতীক। ভারতের ভক্তির আদর্শ মীরার ভজনে যেন পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে......রাজার নন্দিনী রাজার মহিষী মীরাবাঈ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে গৈরিক বাস অবলম্বন করিয়া পথের ভিখারিণী হইলেন। যে দেশে রাজার দুলাল সকল ঐশ্বর্য্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া মুহূর্ত্তে সন্ন্যাসী হইয়া যায়, সেই বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারতেই ইহা সম্ভব। বিশ্ব-ভুবনের ডাক শুনিয়া মীরাবাঈ রাজ ভবনের বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পথে পথে পথ-চারী বংশীওয়ালাকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহার এই পথে চলার ক্রন্দনই আজ মীরার ভজন নামে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বৃকভানু-নন্দিনী, বৃন্দাবন-বিহারিণী শ্রীমতী রাধা যেন মেবারের রাজলক্ষ্মী মীরাবাঈ রূপে ধরণীতে দ্বিতীয়বার অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। মীরাবাঈ মহামানবীরও উপরে, দেবী বলিয়াও যেন সাধ মিটেনা। ভারতের তাদানিন্তন অদ্বিতীয় সম্রাট আকবর শাহ ও সঙ্গীত রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি তানসেন মীরাবাঈয়ের পদতলে বসিয়া তাঁহার ভজন শুনিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। স্বয়ং জগদীশ্বর যাঁহার প্রেমে যাঁহার হৃদয়ে নিয়ত বিরাজমান, দিল্লীশ্বর তাঁহার দর্শন ভিখারী হইয়া ছুটীয়া আসিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য

হইবার কিছু নাই…… শিশুকাল হইতে মীরার ধ্যান ছিল "শ্রীকৃষ্ণ", গান ছিল "শ্রীকৃষ্ণ"—প্রাণ ছিল "শ্রীকৃষ্ণ"। তাঁহার বাহির অন্তর সমস্ত ব্যাপিয়া ছিল গিরধারীলাল শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা। যে বিগ্রহ লইয়া শৈশবে তিনি খেলা করিয়াছিলেন, যৌবনে যে নাম গান করিয়া পথে পথে ফিরিয়াছিলেন, অন্তিমে তিনি সেই বিগ্রহেই লীন হইয়া গেলেন। আমরা নূতন করিয়া শ্রীমতী-শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রত্যক্ষ করিলাম—তাঁহার মানে অভিমানে, কান্নায় হাসিতে বিরহে মিলনে বাণীতে সুরে। সেই দেবী মহিমা সেই পূত চরিত্র কথা আমরা রেকর্ড করিতে পারিয়া আজ নিজেদের ধন্য মনে করিতেছি। এই পূণ্য-শ্লোকা আদর্শা নারীর ভক্তি প্রেম ত্যাগ আমাদের মা বোনদের শুনাইয়া গৃহের কল্যাণ বর্দ্ধন করুন। কলিকাতার সমস্ত থিয়েটার হইতে শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণকে বাছিয়া বাছিয়া যাঁহাকে যে চরিত্র অভিনয় করিতে দিলে সর্ব্বাপেক্ষা শোভন ও সুন্দর হয়, তাঁহাকে দিয়া সেই চরিত্র অভিনয় করাইয়াছি। মীরাবাঈএর ভজনে সর্ব্বজন-বিদিত ও প্রচলিত তাঁহারি দেওয়া সুর রাখা হইয়াছে। এই কলিকালেও যে মানবী রূপে স্বর্গের দেবীর আবির্ভাব হয়—তাহা মীরার এই পূণ্য চরিত্র-গাথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিবেন।

আপনাদের চিত্ত বিনোদনের জন্য এই অভিনয়ে যে শিল্পী-বৃন্দ আপ্রাণ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

অভিনেতৃবর্গ ঃ—

স্বনামধন্য নট—	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী।
মীরাবাঈ রচয়িতা—	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।
প্রতিভাশালী অভিনেতা—	শ্রীহীরালাল দত্ত।
উদীয়মান অভিনেতা—	শ্রীজহরলাল গাঙ্গুলী (সুলাল বাবু)।
	শ্রীধীরেন দাস।
	শ্রীতুলসী লাহিড়ী।
	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (কাবুল বাবু)।
সর্ব্বজন-প্রিয় অভিনেত্রী—	শ্রীমতী প্রভা (নাট্য মন্দির)।
কলা-কুশলী—	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।

মধু-কণ্ঠী গায়িকা— শ্রীমতী কমলা (ঝরিয়া)।
শ্রীমতী সরস্বতী।
শ্রীমতী লক্ষ্মী।
শ্রীমতী পদ্মাবতী।

অন্ধ গায়ক— শ্রীগোপালচন্দ্র সেন।

স্বর বিভাগ :—

শ্রীতুলসীদাস লাহিড়ী ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাস।

স্বরদ :—শ্রীবাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

বাঁশী :—শ্রীগোপালদাস লাহিড়ী।

বেহালা :—শ্রীমণি মজুমদার।

সঙ্গত :—শ্রীরাসবিহারী শীল।

নৃত্য :—শ্রীরঞ্জিৎ রায়।

পূর্ব্বপ্রকাশিত অন্যান্য রেকর্ড সমূহ।

Miss Indubala. মিস ইন্দুবালা।

P 11766 { তিলেকত' সয়না অদর্শন — মিশ্র তিলক কামোদ।
শিশির ধোওয়া প্রভাতে এসে — গান্ধারী মিশ্র।

P 11768 { এইটুকু তো ক'রো স্বামী — ভজন।
যোগী হ'য়ে ফিরছি আমার — ঐ

P 11772 { বলি তারে যাও যাও — গজল।
মন নিতে চায় মন দেওয়া যায় — ঐ

Miss Anima (*Badal*). মিস্ অণিমা (বাদল)।

N 7094 { এসেছিল সে যে চৈতী সাঁঝে
অঝোরে বাদল ঝরে — অরকেষ্ট্রা সম্বলিত।

Ascharyamoyee Dasi. আশ্চর্য্যময়ী দাসী

N	7127	শ্যাম মুরলীধারী ব্রজ গোপাল	খাম্বাজ।
		মৃদু কলইছে কল কল	মিশ্রধানী।

Miss Binapani. মিস বীণাপাণি।

N	7095	কোন বিধাতা মন-চোরা	গজল।
		ও রূপের কুঞ্জবনে	ভৈরবী গজল।
N	7110	তোমার আসার পথে	অরকেষ্ট্রা সম্বলিত।
		দূরে গেলে প্রিয় প্রেম বুঝি আর রয়না	ঐ
N	7128	মিনতি করি লো নিদিয়া	বেহাগ।
		সই ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্ পায়েলা বাজে	মিশ্র-ছায়ানট।

Miss Hari Baiji. মিস হরি বাইজী।

N	7084	পিয়া গেছে কবে পরদেশ	গজল।
		কেন বাজাও বাঁশী কালশশী	ঐ

Miss Indumati. মিস্ ইন্দুমতী।

N	7111	ধীরে যাও গো কাল ভ্রমর	দাদ্‌রা।
		বিদায় মাগে এ স্রোতের ফুল	গজল।

Sm. Monica Debi. শ্রীমতী মনিকা দেবী

N	7104	সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে	
		কেন রে এত যাবার ত্বরা	

Sm. Nibedita Debi. শ্রীমতী নিবেদিতা দেবী।

N	7129	ঝড়ে ওই রঙ্গীন উষা	
		কি সুরে বাজে বাঁশী	

Miss Subashini. মিস্ সুবাসিনী।

N	7096	এ পোড়া বাংলা দেশে	বাঙ্গালী।
		ভাবছ কি এমনি যাবে দিন	

Sm. Sudharani Bose. শ্রীমতী সুধারাণী বসু।

N 7130 { শুন হে চিকন কালা — কীর্ত্তন।
শুন সুন্দর শ্যাম — ঐ

Atibal Singh. অতিবল সিংহ।

N 7112 { চতুরে ফতুর — কমিক।
বাঙ্গাল মৌলবীর ওয়াজ — ঐ

Harendra Nath Chatterjee. হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

N 7088 { তুই ভোলরে ভোলা ভোল্
মোর আঙ্গিনায় আজ পাখী

N 7113 { সে দিন প্রভাতে অরুণ শোভাতে
সকরুণ নয়নে চাহ আজি

Haridas Banerjee. হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

N 7089 { হোরির হর্‌রা (কাঁদামাটী) — কমিক।
আজকে হোরি ও নাগরী — ঐ

N 7098 { শালা-বাতিক — কমিক।
খুঁটোর ভয় — ঐ

Jnanendra Nath Ghosh. জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।

N 7090 { শ্যামল শোভায় সাজলি মা তুই — স্বদেশী।
বাংলা দেশের রূপের আভায় — ঐ

N 7114 { মুরলী শুনাইয়া — মিশ্র তিলক কামোদ।
ঘরে আইরে শ্যামলিয়া — ভৈরবী।

Prof. Jnanendra Prosad Goswami জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী।

N 7131 { উজল কাজল দুটী নয়ন তারা — মালগুঞ্জ।
দামিনী দমকে যামিনী আঁধার রে — জয়জয়ন্তী।

Madan Gopal Basak. মদনগোপাল বসাক।

N 7107 { পেটুকের নিমন্ত্রণের আনন্দ — কমিক।
গ্রাম্য গৃহিণীর ফর্দ্দ পেশ — ঐ

Mrinal Kanti Ghosh. মৃণাল কান্তি ঘোষ।

N 7099 { দেব দেউলে তোমার পূজোয় — মুলতান মিশ্র।
নিতি গাই তাইরে না না — বাউল।

N 7124 { ও মন ভাসলি মিছে সাগর জলে — বাউল।
হেলায় হারায়ে খেলার খেলায় — ঐ

Nitya Gopal Barman.— নিত্যগোপাল বর্ম্মণ।

N 7115 { ভারত জননী — স্বদেশী।
বঙ্গরাণী শোভার খনি — ঐ

Purna Chandra Nandy. পূর্ণচন্দ্র নন্দী।

N 7132 { শ্যাম সুন্দর গোপীজন মনহারী — বেহাগ।
নিওনা নিওনা কুল ডালি — সোহিনী-মিশ্র।

Ranjit Roy & Miss Renubala. রঞ্জিৎ রায় ও মিস্ রেণুবালা।

N 7125 { নামের ভুল — কমিক।
Ranjit Roy & Party. রঞ্জিৎ রায় প্রভৃতি।
ঠাকুদ্দার বিয়ে — ঐ

Dhiren Das & Miss Binapani. ধীরেন দাস ও বীণাপাণি।

N 7133 { আজি মিলন বাসর প্রিয়া — ডুয়েট।
ধীরে যায় ফিরে ফিরে চায় — ঐ

INSTRUMENTAL RECORDS.

Aboni Mukherjee & Party. অবনী মুখার্জ্জী প্রভৃতি।

N 7134 { অরকেষ্ট্রা Orchestra "ও আমার ধ্যানের ধন" সুর।
ঐ do "কে যাবি পারে তোরা" সুর।

Bani Kantha Mukherjee. বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

N 7100 { সরোদ বাদ্য Sarode — খাম্বাজ।
ঐ —do— — কাফি।

Gramophone Orchestral Party.

গ্রামোফোন অরকেষ্ট্রাল পার্টি।

N 7117	অরকেষ্ট্রা বাদ্য	Orch.	দেশ মিশ্র।
	ঐ	—do—	জংলা।

ISLAMI RECORDS. ইসলামী রেকর্ড।

Abbasuddin Ahmed. আব্বাস উদ্দিন আহম্মদ।

N 7109	আল্লাহ আমার প্রভু	ইসলামী।
	শহীদী ঈদ্ গাহে দেখ	ঐ

Goni Mian. গণি মিঞা।

N 7135	বাদশার ও বাদশাহ	ইসলামী।
	তোমারি প্রকাশ মহান	ঐ

Mohamed Kasem. মহম্মদ কাসেম।

N 7101	ঈদুজ্জোহার চাঁদ হাসে ওই	ইসলামী।
	এলো শোকের সেই মোহরম	ঐ
N 7118	মোহাম্মদ মোস্তাফা সল্লে আলা	ইসলামী।
	যাবি কে আয় মদিনায় আয় ত্বরা করি	ঐ

ASSAMESE RECORDS. অসমীয়া রেকর্ড।

Mr. Profulla Chandra Barooah.

N 7066	বন্ধু ভাই আওবাই	স্বদেশী।
	আজি বন্ধো কি ছন্দেৰে	ঐ
N 7092	দখিন আৱষি গলে আতৰি	গজল।
	ৰূপ যদি তোৰ মন জুৱানি	দাদ্‌রা।